পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির মুখপত্র

ভূমিবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির পক্ষে দেবাশিস সেনগুপ্ত কর্তৃক, ২৩৮, মনিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট - ১০, কোলকাতা - ৭০০০৫৪ থেকে প্রকাশিত ও অনিন্দ্য বিশ্বাস সম্পাদিত, ইন্ডিয়ান আর্ট কনসার্ন ১, ডেকার্স লেন, কলকাতা - ৭০০০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

বর্ষ ৩৬ ● প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা ● জানুয়ারী-এপ্রিল, ২০১৮ ● বার্ষিক মূল্য : ২০ টাকা ● সংগ্রহ মূল্য : ৪ টাকা

vumi barta cover 2020 jan
Friday, October 29, 2021 3:15:00 PM

সম্পাদকীয়

পথেই 'আবার'.....

অস্থির এক সময়ের মধ্যে চলছে আমাদের কাল। দেশে ও বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র সতত আলোড়িত। ব্যক্তি এবং সমষ্টি স্থৈর্যহারা। স্বভাবতই আমাদের চিন্তা চেতনার জগতেও পড়ছে সেই অস্থিরতার ছায়া। বিচারবুদ্ধি আর যুক্তিবোধ ক্রমশ যেন বিলীয়মান। দিশাহারা নৌকোর মতন ভেসে চলাই যেন আজ ব্যক্তি আর সমাজের বৈশিষ্ট্য । কার্যকারণের বিশ্লেষণ না করেই তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া শুধু । মিডিয়া ও নেট দুনিয়া অহরহ 'খবর' পরিবেশন করছে। সেইসব সংবাদের অনেকটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক জগত সুপরিকল্পিত নকশায় এভাবে তৈরী করে এক অলীক দুনিয়া। আলেয়ার মতো এই অবাস্তব আমাদের সরিয়ে নিয়ে যায় বাস্তবের থেকে দূরে। যে বৈষম্য, অব্যবস্থা, অবিচার আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে অশান্ত আর অসুখী করে তুলছে তার এক অলীক কারণ'কে বিশ্বাস করতে থাকি আমরা। প্রকৃত কারণ থেকে সরে যায় আমাদের মন। সমস্ত অসাম্য আর অবিচারের উৎস বলে যাকে বা যা কিছুকে মনে হয়, সে হল প্রচারযন্ত্রের বানানো কারণ। এ এক নিখুঁত নকশা শাসকের, শাসকের নেপথ্য থাকা প্রকৃত শাসক বাণিজ্যিক জগতের।

প্রযুক্তির বিপ্লব যোগাযোগের মাধ্যম সমূহকে করেছে শক্তিশালী আর সর্বত্রগামী। বিশ্বায়নের এই যুগে এই মাধ্যমের অন্তহীন আয়োজন। ব্যক্তিকে আর সমাজকে 'রিয়েল' থেকে 'ভার্চুয়াল' জগতে নিমগ্ন রাখার পরিকল্পনাটি বলাই বাহুল্য অতীব সফল। বিশ্বায়ন যে 'বাজারের পৃথিবী' তৈরী করে লালন করছে, সেই জগতে সচেতন সামাজিক মানুষের অস্তিত্ব অনভিপ্রেত। তার চাই 'ভার্চুয়াল' 'দুনিয়ায়' মানসিকভাবে বসবাসী জনতা। যারা বাস্তবে সামাজিক হয়েও বস্তুত হবে একাকী বিচ্ছিন্ন মানুষ। সারা বিশ্বে শাসক আর বাজারের জোটের অন্যতম উদ্দেশ্য "সকলকে ধীরে ধীরে একা করে দাও" পরস্পরের প্রতি উদাসীন মানুষ যেন কোনক্রমেই একত্র হবার কথা না ভাবে, যেন আত্মগত সুখ আর অজানা আতঙ্কে বন্দী থাকে সবাই। তবেই বাজারের রথের গুরুভার চাকা চলবে মসৃণ পথে। এই ছক যে সফল তার প্রমাণ ছড়ানো চারপাশে। মানুষের ভিড়ও আজ কেবল সারি সারি হেঁটমুন্ড, 'ভার্চুয়াল' জগতে বিচরণকারী জনতা মাত্র।

মানুষের ইতিহাস বলছে কোন না কোন সময়ে শাসনের আপাত নকশায় দেখা দেয় ছিদ্র, ফাটল দেখা দেয় সযত্ন রচিত পরিকল্পনায়। প্রশ্নহীন মানুষের মনে জন্ম নিতে থাকে প্রশ্ন। অবিচার আর অন্যায়ের কারণ হিসেবে প্রচারিত কারণগুলি হারাতে থাকে ক্রমশ তার গ্রহণযোগ্যতা। মিথ্যার আড়ালে থাকা কারণগুলি স্পষ্ট হতে থাকে জনমানসে। বিচ্ছিন্ন মানুষ তাগিদ অনুভব করে 'এক' হবার। একা থেকে বহু না হতে পারলে একার বলার কথা 'সবার' কথা হয়ে উঠবে না। 'একত্রের স্বর' অনেক শক্তিশালী এই বোধ ক্রমশ সঞ্চারিত হতে থাকে ব্যক্তি এবং জনমানসে।

সাম্প্রতিক কালে এদেশে, বিদেশে মানুষ একত্র হয়েছে, হচ্ছে বিভিন্ন অন্যায় আর অবিচারের নিরসনের দাবীতে। বাজার আর শাসকের মিলিত নকশা 'সকলকে একা করে দাও', ভেঙে গেছে অনেকবার। এমনকি 'ভার্চুয়াল' জগতে চলেছে, চলছে 'রিয়েল' মানুষের একত্র হবার প্রয়াস। 'এক' সময়ে বুঝতে বাধ্য যে তাকে 'বহু' হতেই হবে অধিকার আদায়ের জন্য, সংখ্যা হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য।

মহারাষ্ট্রের কৃষকসমাজ আরো একবার প্রমাণ করেছেন অধিকার পাওয়ার জন্য হাতে হাত মিলিয়ে পথে নামা ব্যাতিরেকে অন্য উপায় নেই। ব্যক্তি আর সমাজের মন থেকে কোন সমাজ ব্যবস্থাই একথা মুছে দিতে পারে না "We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong."

vumi barta cover 2020 jan
Friday, October 29, 2021 3:15:00 PM